কালীপুজো উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী দেবীর প্রতিমা।

ঢাকা কালীবাড়িতে মায়ের আভরণ পরাচ্ছেন পুরোহিত।

বেনিয়াটোলার গোলক দত্ত লেনের শ্যামা প্রতিমা।

আমহার্স্ট স্ট্রিটে সিভিকেট ক্লাবের প্রতিমা।

বাঙালি খেদাও-এর নেপথ্যে

ঋতব্রত ভট্টাচার্য

মানুষ মানুষের জন্য। উদাত্ত কণ্ঠে এই গানটি গাইতেন ভূপেন হাজারিকা। সেই ভূপেন হাজারিকা ব্রিজের কাছেই মানুষের রক্তের ছাপ। সেই ব্রিজের কাছেই উদ্ধার পাঁচ বাঙালির রক্তাক্ত দেহ। যা ব্রহ্মপুত্র চরে সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে জঘন্য কাপুরুষতা। প্রশ্নের মুখে আবারও পড়ল অসমে বাঙালিদের জীবনের নিরাপত্তা।

বেঁচে থাকলে হয়তো সত্যি চোখ দিয়ে জল ঝর প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী ভূপেন হাজারিকার। প্রিয়জনদের হারিয়ে সেই জলই ঝরছে বেঁচে থাকা আত্মীয় পরিজনদের। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন ওরা। কিন্তু স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের গুলিতে ঝেঁঝরা ওফোঁড় করে দেয় অবিনাশ, ধনঞ্জয়দের দেহ। এক লহমায় থেমে যায় পাঁচটি জীবন। দীন দরিদ্র পরিবার। ঠিকা শ্রমিকের কাজ করেই হয় অন্ন সংস্থান। আচমকা পাঁচজনের মৃত্যুতে অন্ধকার নেমে আসে প্রিয়জনদের উপর। এনআরসি পর থেকেই উদ্বেগ বাড়ছিল। বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনা সেই উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিল। একই সঙ্গে মৃতদের পরিবারের চোখের জল প্রশ্ন তুলে দিল অসমে কী নিরাপদ বাঙালিরা?

ভূপেন হাজারিকা ব্রিজের কাছে ব্রহ্মপুত্রের তীরে এখনও রক্তের দাগ স্পষ্ট। পড়ে রয়েছে মৃতদের চটি। প্রত্যক্ষদর্শীর কথায় জলো পোষাক পরা কয়েকজন তাদের ডেকে নিয়ে যায়। তারপর এই জায়গাতেই গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় দেহ। যা দেখে আমাদেরও প্রশ্ন, যারা এভাবে নিরীহ মানুষদের হত্যা করল তারা কী মানুষ?

এমনই প্রত্যক্ষদর্শী মানিক নমঃশূদ্র। ২০১৬-তে মাধ্যমিক পাশ করেছেন মানিক। এখনও চোখে মুখে আতঙ্ক। নিজে বেঁচে গিয়েছেন কিন্তু স্বজন হারানোর তীব্র যন্ত্রণায় বেঁচেও যেন মরেই গিয়েছেন। দুরাভাসেও গলা তাঁর কাঁপছে। মৃত্যুভয় যেন তাকে গ্রাস করেছে। তবে এবারই প্রথম নয়। জাতের নামে বজ্জাতি অসমে নতুন নয়। বারবার রক্ত ঝরেছে ব্রহ্মপুত্র চরে। অতীতটা অসম চিন্তার জঙ্গিপনার। একনজরে দেখে নেওয়া যাক সেই সাম্প্রতিক অতীতটা।

মোট ৩৩টি জেলা অসমে। হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত। ছয়টি রাজ্য, অরুণাচলপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং মেঘালয় দিয়ে ঘেরা অসম। অসমের আন্তর্জাতিক সীমানায় ভুটান ও বাংলাদেশ।

১। বিভাজনের সূত্র

ব্রহ্মপুত্র ও বরাক উপত্যকায় বসবাসকারী বাঙালিদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে স্বঘোষিত অসমিয়ারা আপত্তি জানিয়ে এসেছে। বরাক উপত্যকা ব্রিটিশরাই অসমের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল। যদিও বরাক উপত্যকা ছিল বাংলার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যার জেরে বরাক উপত্যকার কাছাড়, সিলেট ও গোয়ালপাড়া এই তিন জেলা অসমের সঙ্গে জুড়ে যায়। বর্তমানে বরাক উপত্যকায় রয়েছে তিনটি জেলা। সেগুলি হল কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ। এগুলি সবই বাঙালি অধ্যুষিত। মূলত এই এলাকাগুলিতে বাঙালি হিন্দু ও মুসলিমদেরই বাস। দেশভাগের প্রভাব অসমেও পড়েছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে বহু বাংলাভাষী হিন্দু অসমে চলে আসেন। অসম সরকার পূর্ববঙ্গ থেকে আসা এই জনগণের দায় নিতে রাজি ছিল না। অসমিয়াভাষীরা বাংলার প্রভাবকে কিছুতেই স্বীকৃতি দিতে রাজি ছিল না।

২। নাগরিক পঞ্জীকরণ

নাগরিক পঞ্জীকরণ বাংলাভাষীদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। এই ক্ষোভের সূচনা হয়েছিল ১৯৪৮ সালে অসমিয়া ভাষীদের সঙ্গে বাঙালিদের দাঙ্গায়। ১৯৬০ সালে পাকাপাকিভাবে শুরু হয় অসমে বাঙালি খেদাও অভিযান। কামরূপ জেলার গোরেশ্বরে ২৫টি গ্রামে বাঙালিদের উপর হামলা হয়। এতে ৯ জনের মৃত্যু হয়। জখম হয়েছিলেন ১০০ জন। স্বাধীনতার পর থেকে ইতিমধ্যে কয়েক লক্ষ বাঙালি অসম থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তর হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাঙালি এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে। অসম থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসা এই বাঙালিদের মধ্যে অধিকাংশই হয় সেখানকার আদি বাসিন্দা বা ১৯৪৭-এ দেশভাগের সময় পূর্ববঙ্গ থেকে এসে অসমে এসে বাসা বেঁধেছিলেন।

৩। অসমিয়া বনাম বাঙালি

১৮২৬ সালে অসম বার্মার হাত থেকে ব্রিটিশদের অধিকারে আসে। প্রথম থেকেই অসমকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মধ্যেই রাখা হয়। এই সময় থেকেই অসম বাঙালিদের অভিবাসন শুরু হয়। মূলত প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়েই বাঙালিদের অসমে আগমন। এর পাশাপাশি স্কুল, কলেজের শিক্ষক-অধ্যাপক, চা বাগানের কর্মী এবং চিকিৎসক হিসাবেও তারা অসমে চলে আসেন। এরা ছিলেন মূলত শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু। ১৮৩৬ সালে বাংলাকে অসমের সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করা হয়। আর তখনই শুরু হল বাঙালিবিদ্বেষের বীজ বপন।

৪। বোড়োল্যান্ড আন্দোলন

ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অফ বোড়োল্যান্ড (এনডিএফবি) অনেকদিন ধরে পৃথক রাষ্ট্রের দাবিতে অসমে আন্দোলন করছে। ১৯৮৬-র বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা রঞ্জন দইমারি আন্দোলন শুরু করেন। পরে আন্দোলন পর্ব থেকে সরে যান। ১৯৮৬ সালে বোড়ো জঙ্গি সংগঠন এনডিএফবি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অসমের জঙ্গি তৎপরতা দ্বিমুখী খাতে বইতে শুরু করেন। একদিকে আলফা, অন্যদিকে এনডিএফবি বারেবারে নাশকতা চালিয়েছে। দুই সংগঠনই পৃথক স্বশাসিত অঞ্চলের দাবি করে আসছে। পরে এনডিএফবি ভেঙেছে, নতুন সংগঠনের দায়িত্ব গিয়েছে মোস্ট ওয়ান্টেড আইকে সংবিত্তিতের হাতে। আর আলফা ভেঙে তৈরি হয়েছে আলফা (স্বাধীনতা)। এর দায়িত্বে পরেশ বড়ুয়া।

৫। তিনসুকিয়া জেলায় আগেও নাশকতা হয়েছে। আলফা সংগঠন এখানে শক্তিশালী। ঠিক তেমনই রাজ্যের কোকড়াঝাড় ও শোনিতপুর জেলায় ক্ষমতাবান বোড়ো জঙ্গি সংগঠন এনডিএফবি (সংবিজিৎ)। এই বিচ্ছিন্নবাদী গোষ্ঠী বর্তমান সুপ্রিম কম্যান্ডার আইকে (সংবিজিৎ)। সে বোড়ো জনগোষ্ঠীর কেউ নয়। তবুও তার নেতৃত্বেই চলছে এই ভয়ঙ্কর জঙ্গি সংগঠন। এনডিএফবি গোষ্ঠীর হামলায় বারেবারে রক্তাক্ত হয়েছে অসম।

৬। **এনআরসি নিয়ে হুমকি এনডিএফবি (সংবিজিৎ)-এর**

এনআরসি (জাতীয় নাগরিকপঞ্জী) তালিকায় বোড়ো জঙ্গি নেতাদের নাম উঠলেও এই জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ নাগরিকতালিকায় বাতিল হয়েছে। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই এনডিএফবি সরাসরি হুমকি দেয়, এনআরসির প্রয়োগ ঠিকমতো না হলে রক্তাক্ত পরিস্থিতি তৈরি করা হবে। হুমকির পর থেকেই ভীত অসমে বসবাসকারী অ-অসমীয়ারা। এদের অনেকেই বাংলা ও হিন্দিভাষী। বোড়ো জঙ্গিদের 'সফট টার্গেট' তারাই। বিভিন্ন হামলার ঘটনায় তার প্রমাণ দিয়েছে এই জঙ্গি সংগঠন।

৭। **এনডিএফবি (সংবিজিৎ)-এর**

২০১৪ সালে ২৩ ডিসেম্বর আরও ভয়ঙ্কররূপ নিয়ে হাজির হয়েছিল এনডিএফবি গোষ্ঠী। একইদিনে তাদের হামলায় শোনিতপুর, চিরাং ও কোকড়াঝাড়ে মৃত্যু হয় ৮০ জনেরও বেশি। নিহতদের বেশিরভাগ আদিবাসী ও শিশু। সারি সারি মৃতদেহ সেদিন পড়েছিল মাটিতে। বড়দিনের উৎসব পালিত হওয়ার আগেই জাতিগত বিদ্বেষের জেরে রক্তাক্ত হয়েছিল দেশ। ২০১৬ সালে বোড়ো জঙ্গিদের হামলায় ফের রক্তাক্ত হয়েছে কোকরাঝাড়। অন্তত ১৬ জনের মৃত্যু হয়।

শক্তির আরাধনায় মাতল শহর

স্টাফ রিপোর্টার: উৎসবের শেষ নেই বাঙালির। তাই দুর্গাপুজো ও লক্ষ্মীপুজোর রেশ মিটতে না মিটতেই হাজির কালীপুজো। আর শক্তির আরাধনায় কোনও ত্রুটি নেই বাঙালির। আলোর রোশনাই আর খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে দিয়েই উৎসবে মাতল শহর। মঙ্গলবার সকাল থেকেই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ভিড় দেখা যায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের বহর বাড়ে। সকাল থেকেই দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দিরে শুরু হয় রাত সাড়ে দশটায়। তবে সকাল থেকেই শহরে উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যায়। কেউ বা ব্যস্ত ছিলেন শেষ মুহূর্তের কেনাকাটিতে, কেউ বা আবার জন্য তা খুলে দেওয়া হয়। সেই কারণে মানুষের মধ্যে বাড়তি আগ্রহ ছিলই দক্ষিণেশ্বর নিয়ে। সকাল থেকেই সেখানে উপচে পড়ে ভিড়।

মন্দিরের বাইরে ব্যাপক লাইন দেখা যায়। কালীঘাট মন্দিরেও ভিড় উপচে পড়ে। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি ও ফিরিঙ্গি কালীবাড়িতেও মায়ের আরাধনার প্রস্তুতি চলে সকাল থেকে। যদিও দীপান্বিতা অমাবস্যার মূল পুজো শুরু হয় রাত সাড়ে দশটায়। তবে সকাল থেকেই শহরে উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যায়। কেউ বা ব্যস্ত ছিলেন শেষ মুহূর্তের কেনাকাটিতে, কেউ বা আবার বাড়িতে কোন ধরনের প্রদীপ জ্বলবে সেই কিনতে ব্যস্ত ছিলেন। আত্মীয় পরিজনদের মিষ্টিমুখ করা তো ছিলই, একই সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার প্ল্যানও চলছিল অহরহ। সন্ধে নামতেই কেউ কেউ বেরিয়ে পড়েন কালীপ্রতিমা দর্শনে।

আমহার্স্ট স্ট্রিট, বৌ বাজারের কালীপুজোর সুখ্যাতি তো আছেই। তাই কালীপুজোর রাতটা বেশ জমজমাটি ছিল। জানবাজারের পুজো এবার পঞ্চাশ বছরে পড়েছে। সেখানকার পুজো নিয়েও মানুষের আগ্রহ থাকে। গত শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পজোর উদ্বোধন করেছিলেন। তারপর থেকেই এই পুজো মণ্ডপ দেখার উৎসাহ ছিল দর্শনার্থীদের মধ্যে। শুধু শহরেই নয়, কালপুজো ঘিরে উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায় শহরতলিতেও। বারাসত, মধ্যমগ্রাম প্রভৃতি এলাকায় কালপুজো বরাবরই জমজমাট। এই সব এলাকাতেও উৎসবের মেজাজ লক্ষ্য করা যায়। নৈহাটিতেও কালীপুজো ঘিরে উন্মাদনা দেখা যায়। মঙ্গলবার কালীপুজোর রাতেও ভিড় লক্ষ্য করা যায়। কালীপুজোকে ঘিরে শহরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়। বাজি পোড়ানোর ক্ষেত্রে যে নির্দেশাজ্ঞা রয়েছে যাতে ঠিকমতো মানা হয় সে ব্যাপারে সতর্ক ছিল পুলিশ। তাই মঙ্গলবার সন্ধে থেকেই পুলিশের বিশেষ নজর ছিল অলি-গলি ও বাড়ির ছাদের উপর। কোথাও কোনও গুদামে বাজি মজুত করে রাখা হয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখে পুলিশ।

আমহার্স্ট স্ট্রিট বালক সংঘের পুজো

স্টাফ রিপোর্টার: ১৯৫৩ সালে আমহার্স্ট স্ট্রিট-এর 'আমহার্স্ট স্ট্রিট বালক সংঘ' শ্যামা পুজো শুরু করে। আগে এই রাস্তার নাম ছিল আমহার্স্ট স্ট্রিট। এখন এটি রাজা রামমোহন রায় সরণি বলেই পরিচিত। এই পুজোর বর্তমান কর্ণধার জগন্নাথ রায় জানান, এবার পুজো উদ্বোধন করে ছিলেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এসেছিলেন পুরির প্রধান পুরোহিত রাজেশ চৈতন্যপতি। এছাড়া পাড়ায় কিছু বিশিষ্ট মানুষ, সঙ্গীত শিল্পী সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় পিলু ভট্টাচার্য সুকার এই উদ্যোগে উপস্থিত পরিবেশন করে নৃত্যগোষ্ঠী জ্যোতি আনন্দম। সকলের সহযোগিতায় এই সংঘের পুজো এবার ৬৬তম বছরে পা দিয়েছে।

ভাইফোঁটার আগে দুগ্ধজাতদ্রব্যে বাড়তি নজর পুরসভার

স্টাফ রিপোর্টার: দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজোর পর কালীপুজো নিয়ে মেতেছে শহর। ঠিক কালীপুজোর পরেই রয়েছে ভাইফোঁটা। আর ভাইফোঁটার আগেই দুগ্ধজাতদ্রব্যে বাড়তি নজর কলকাতা পুরসভার। প্রত্যেকবছরই পুরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিকরা এই অভিযান করে থাকেন। আর সেই মতোই শুধু ভাইফোঁটার আগেই নয়, বছরভরই কড়া নজর রাখে পুরসভা। পুরসভা সূত্রে খবর, মঙ্গলবার দুগ্ধজাতদ্রব্য অর্থাৎ পনির, খোয়াক্ষীরের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন দোকান থেকে।

সেগুলি পরীক্ষা করা হবে। পরীক্ষা করার পরই জানা যাবে সেটি কতটা সুরক্ষিত। বাঙালির যেকোনও রীতিতেই মিষ্টির একটা অন্যরকম আবেগ জড়িয়ে আছে। আর ভাইফোঁটা মানেই বোন বা দিদি তার ভাইকে বা দাদাকে মিষ্টি মুখ করিয়ে মঙ্গল কামনা করে। আর বাড়িতে দুধ দিয়ে নানারকম

জিনিস বানানো হয়ে থাকে। আর তাতেই যাতে ভেজাল না থাকে তাই কড়া নজর পুরসভার। এদিকে, এদিন, দুগ্ধজাতদ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে শহরের খাবারের দোকানগুলিতে খাবারে ভেজাল আছে কিনা তা দেখতে অভিযানে নামে পুরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, 'রান্না করা খাবার ওই ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়। অসন্তোষজনক কিছু পাওয়া যায়নি। মানুষ এখন অনেকটা সচেতন'। তিনি আরও জানান, 'এই অভিযান চলছে চলবে।' আর ওই ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে রয়েছে ল্যাব। যেখানে খাবারে ভেজাল আছে কি না তা পরীক্ষা করেই জানা যায়। আর সেই গাড়ি নিয়ে পুরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিরা এদিন অভিযানে যান। তবে এদিন কোনও ভেজাল পাওয়া যায়নি বলেই জানা যায়। বছরভরই এই অভিযান করে থাকের পুরসভা। বাঙালির শ্রেষ্ঠ পুজো দুর্গাপুজোর রাস্তার খাবার কতটা সুরক্ষিত ছিল তাতে বিশেষ নজর রেখেছিল পুরসভা। তবে তাতে ভেজাল ছিল না বলেই জানিয়েছিলেন অতীনবাবু। এমনকি খোদ মেয়র পারিষদ(স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ এই বিষয় রাস্তার খাবার থেকে শুরু বিভিন্ন রেস্তোরায় গিয়ে অভিযান চালায়। আর সেই পরীক্ষার ফলাফল ভালো বলেই দাবি ছিল পুরসভার। এই বিষয় মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ জানিয়েছিলেন, 'পুজোয় রাস্তার খাবারে সন্তোষজনক অবস্থায় ছিল। তবে দু'একটা জায়গা খারাপ পাওয়া গেছে। তাছাড়া ছোট বড় রেস্টুরেন্টে, হোটেল প্রায় নিরাপদ অবস্থায় ছিল।' তিনি আরও জানিয়েছিলেন, 'মানুষ এখন খুব সচেতন। এমনকি অভিযান চালানোর সময় কোনও বাধা সৃষ্টি করেনি।' যেকটি খাবারের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল তার ফলাফল খুবই ভাল বলেই জানান অতীনবাবু। পুজোর সময় রাস্তার খাবারেই বেশি ভরসা করে মানুষ। কারণ পুজো দেখতে বেরিয়ে কেউ টিফিন বাড়ি থেকে নিয়ে বেরোবে না এটাই স্বাভাবিক। তাই সেই খাবারে কড়া নজর রাখে পুরসভা। এমনকি পুজোর আগেই শহরের বিভিন্ন পাঁচতারা রেস্তোরাঁতেও অভিযান চালায় পুরসভা।

সাকসেস বাংলা শর্ট ফিল্ম নষ্ট দীঘির পদ্ম

স্টাফ রিপোর্টার: বেশ কয়েকদিন ধরে শর্ট ফিল্মের দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করে পরিচালক অর্জুন ভট্টাচার্যের বহু চর্চিত বাংলা শর্ট ফিল্ম 'নষ্ট দীঘির পদ্ম'। সমালোচনাকে দূরে সরিয়ে এই ছবি গড়ে সাফল্যতার ইমারত। তাই এই সাফল্যকে স্মরণীয় করে তুলতে 'নষ্ট দীঘির পদ্ম' ছবির পক্ষ থেকে আয়োজন করা হল এক সাকসেস পার্টির। সামবার টালিগঞ্জে কলকাতা স্কুল অফ ড্রামার আয়োজিত এই পার্টির উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী যুথাজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনেত্রী মৌ বৈদ্য, প্রযোজক অশোক সুরানা, দক্ষিণী অভিনেতা মাণি, প্রখ্যাত তবলা বাদক পণ্ডিত মান্নার ঘোষ, চিত্রশিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, অভিনেতা তথা পরিচালক নারায়ণ রায়, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী আজম মিয়ানুর সহ ছবির গোটা ইউনিক। ২২ সেপ্টেম্বর ইউটিউবে রিলিজ হয় জলসা এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড ফাইন আর্টস প্রযোজিত বাংলা শর্ট ফিল্ম নষ্ট দীঘির পদ্ম'। ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ডের এ ছবি মূলত এক মেয়ের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার গল্প। অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখত পদ্ম। সেই স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে গ্রাম থেকে কলকাতায় আসে সে। দিতে থাকে অডিশন। কিন্তু প্রতিভার বদলে অডিশন চলে শুধুমাত্র তাঁর শরীরের। প্রতিনিয়ত তাঁকে করতে হয় কম্প্রোমাইজ।

শুধুমত্র ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নয়, সে দেখতে পায় এই কম্প্রোমাইজের জাল ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। মাত্রাতিরিক্ত যৌন শোষণে রক্তাক্ত হয়ে পড়লেও হাল ছাড়ে না পদ্ম। মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখে একটা ব্রেক পাওয়ার স্বপ্ন। এদিকে জীবনের এই সত্যকে আড়াল রেখে সামান্যতম রোজগার থেকেও পরিবারকে সে টাকা পাঠায় অন্যদিকে একটু একটু করে অভাস্ত হয়ে ওঠে শরীরী আপোষ। হার নাম মেনে এইভাবে চলতে থাকে পদ্মের জীবন যুদ্ধে স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার লড়াই। সাহসী দৃশ্যর পাশাপাশি ছবিতে পদ্মের চরিত্রকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলায় ইতিমধ্যে দর্শকদের মন জয় করেছেন অভিনেত্রী টুম্পা নায়েক। পরিচালক অর্জুনের কাহিনী, চিত্রনাট্য এবং নির্দেশণা একাধারে রীতিমত প্রশংসিত।